প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

সৃজনশীল শিক্ষার হালচাল

সৃজনশীল ব্যবস্থাকে আমরা, সব অভিভাবক সাধুবাদ জানাই। কিন্তু সরকারের এই প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দিচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কিছুসংখ্যক অসাধু কর্মচারী ও শিক্ষক। সৃজনশীল প্রশ্নের বিষয়টাকে তারা অপব্যাখ্যা দিয়ে এমন সব প্রশ্ন প্রণয়ন করছেন, যাতে বাস্তবে নোট, বই ও কোচিংনির্ভরতা বেড়ে যাচ্ছে বা বাড়ানো হচ্ছে।

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, সৃজনশীল প্রশ্ন মানে হলো বইয়ের গৎবাঁধা প্রশ্ন না করে এমনভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী মূল বই পড়লেই নিজে নিজে উত্তর লিখতে পারবে। এতে করে তারা মূল বই আদ্যোপান্ত পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে। আর মূল বই ভালোমতো পড়া হলে সে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা পেয়ে যাবে। এতে করে নোট বই ও কোচিংনির্ভরতাও কমে যাবে।

কিন্তু এই সৃজনশীল প্রশ্নের বিষয়টিকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ওই শিক্ষকেরা এমনভাবে প্রশ্ন করছেন, যা মূল বইয়ে নেই, যেটা তারা কখনো পড়াননি পর্যন্ত। এতে করে যারা নোট বই পড়েনি বা ওই শিক্ষকের সব কোচিং করেনি, তারা সেটার উত্তর দিতে পারছে না। এতে তারা স্বাভাবিকভাবেই খারাপ ফলাফল করছে। আর যারা তাদের কাছে পড়েছে বা তাদের মনোনীত নোটবই পড়েছে, (যেখান থেকে ওই প্রশ্ন করা হয়েছে) তারা ভালো করছে। তখন অন্যরা তাদের 'ভুল' বুঝতে পেরে নোটবই ও কোচিংমুখী হতে বাধ্য হবে।

এ কারণে গরিব মানুষের সন্তানেরা পড়াশোনা করতে পারবে না। আমার বাসার গৃহকর্মীর সন্তানকে পড়াতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি। সরকার কি এসব দেখেও দেখছে না।

সৈয়দ হাসান জামাল
পল্লবী, ঢাকা